written on Bark

Title - Uttare Gita

Acc. No. - 6744 Page - 17

Lan./SAN

Lipi/ old Assamese.

Donated by - Ratneswar Saikia
Boliaghat, 18.6.1984

শ্রীহংসানন্দেন মো ॥ শ্লোক ॥ কৈলাসশিখরাসীনং বিনীতা প্রণতা কলয়ে ... । পৃচ্ছতি স্ম মহাদেবী ব্র
হ্ম জ্ঞানং মহেশ্বরম্ ॥১॥ একদা জগদ্গুরু দেবদেব মহাদেব গৌরীর সহিত কৈলাসগিরির শিখর
দেশে সমাসীন আছেন, ইত্যবসরে পার্ব্বতী জি জ্ঞাসা করিলেন, হে মহেশ্বর! জ্ঞান কাহাকে ব
লে, তাহা কীর্ত্তন করুন ॥১॥ দেব্যুবাচ ॥ কুতঃ সৃষ্টির্ভবেদ্দেব কথং সৃষ্টির্বিনশ্যতি । ব্রহ্মজ্ঞা
নং কথং দেব সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিতং ॥২॥ পার্ব্বতী আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! কিরূপে সৃষ্টি ও
কিরূপে প্রলয় হইয়া থাকে এবং সৃষ্টিসংহারবিহীন ব্রহ্মজ্ঞানই বা কিরূপে জন্মে? ॥২॥ ঈশ্বর উবাচ
অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিনশ্যতি । অব্যক্তং ব্রহ্মণো জ্ঞানং সৃষ্টিসংহারবর্জ্জিতম্ ॥৩॥ ঈশ্বর

... হার ও ... হইয়া থাকে ॥৬॥ বেদশা-
স্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব। যা পুনঃ শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥৭॥ সাধারণ বে-
শ্যার ন্যায় বেদশাস্ত্র পুরাণ প্রকাশ্য অর্থাৎ এই সকল শাস্ত্র প্রকাশে কোন দোষ নাই; কিন্তু শাম্ভবী
বিদ্যা কুলবধূর ন্যায় গোপনে রাখিবে ॥৭॥ ॥ দেহস্থাঃ সর্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্বদেবতাঃ।
দেহস্থাঃ সর্বতীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥৮॥ এই দেহমধ্যে যাবতীয় বিদ্যা, নিখিল দেবতা
ও যাবতীয় তীর্থ বিরাজমান আছে। একমাত্র গুরুর উপদেশ দ্বারাই দেহস্থিত সেই সমস্ত বি-
দ্যা দেবতা ও তীর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ॥৮॥ অধ্যাত্মবিদ্যা হি নৃনাং সৌখ্যমোক্ষকরী ভবেৎ। ধর্মক-
র্ম তথা জাপ্যমেতৎ সর্বং নিবর্ততে ॥৯॥ অধ্যাত্ম বিদ্যাই (আত্মবিষয়ক বিদ্যা) মানবগণের সুখ
মোক্ষ বিধায়িনী। অধ্যাত্মবিদ্যা হইতেই ধর্ম কর্ম জপ প্রভৃতি নিবর্তিত হইয়া থাকে ॥৯॥ কার্যসিদ্ধে যথা

কহিলেন, অব্যক্ত হইতেই সৃষ্টি এবং অব্যক্ত হইতেই বিনাশ হইয়া থাকে। সৃষ্টিসংহারবিহীন ব্রহ্মজ্ঞা
নই অব্যক্ত ॥৩॥ ওঁকারাদক্ষরাৎ সর্ব্বাশ্রেতা বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ । মন্ত্রপূজাতপোধ্যানং কর্ম্মা
কর্ম্ম তথৈবচ ॥৪॥ কি চতুর্দ্দশঃ বিদ্যা, কি মন্ত্র, কি পূজা, কি তপ, কি ধ্যান, কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম, সহ
নই প্রনব হইতে সমুদ্ভুত হইয়াছে ॥ ৫॥ ষড় অঙ্গ বেদ চত্বারি মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ । ধর্ম্মশা
স্ত্রপুরানাদি এতা বিদ্যা চতুর্দ্দশ ॥৫॥ চারি বেদ ছয় বেদাঙ্গ মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরা
ণ, ইহারাই নাম চতুর্দ্দশ বিদ্যা ॥৫॥ তাবদ্বিদ্যা তথৈবং সর্ব্বা যাবদ্জ্ঞানং ন জায়তে । ব্রহ্মজ্ঞানং
দঃ আত্মা সর্ব্ববিদ্যা শিখাতাবৎ ॥৬॥ [illegible] না হয়, তাবৎ ব্রহ্মজ্ঞান না

খেচরী মুদ্রা বিদ্যা চ শাম্ভবী পুনঃ । কীদৃশ্যাঋষ্যাণুবিদ্যা চ তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর ॥১৩॥ দেবীজি
জ্ঞাসা করিলেন হে মহেশ্বর ! খেচরীমুদ্রা কাহাকে কহে ? শাম্ভবী বিদ্যাই বা কি ? এবং আণ্ডি
ক বিদ্যাই বা কিদৃশ্য তাহা কীর্ত্তন করুন ॥১৩॥ ঈশ্বর উবাচ ॥ মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনম্
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনা নিরোধনম্ । দৃষ্টিঃ স্থি রা যস্য বিনাবলোকনম্ সা এব মুদ্রা বিচরন্তি
খেচরী ॥১৪॥ ঈশ্বর কহিলেন, বিনা অব লম্বনে যে মুদ্রা দ্বারা মন স্থির থাকে বিনা নিরো
ধে বায়ু নিশ্চল হইয়া থাকে এবং দর্শন ব্যতিত দৃষ্টি স্থির থাকে তাহাকে খেচরী মুদ্রা
কহে ॥১৪॥ বালস্য মূর্খস্য যথৈব চেতঃ স্বপ্নেন হীনো হল্লিক বোধিনী দ্রাম । তত্ত্বোন্মত্তঃ পাপো
নিরালম্ব : যা তস্য বিদ্যা কিল বন্দি শাম্ভবী ॥১৫॥ যেমন বালক মূর্খচিত্ত নিদ্রাবস্থায় বাহ্যজ্ঞানে
ও নিদ্রিত বেশায় বাহ্য জ্ঞান যাহা দ্বারা বিনা অবলম্বনে থাকে ... সেই বিদ্যাকে শাম্ভবী বি

বহ্নিঃ স্তনে দুগ্ধঃ পয়োঽমৃতম্ । দেহমধ্যে তথা দেবঃ পুন্যপাপবিবর্জ্জিতঃ ॥৯॥ যেরূপ কাষ্ঠমধ্যে
বহ্নি, স্তনমধ্যে দুগ্ধ এবং সলিলমধ্যে অমৃত বিদ্যমান আছে সেইরূপ এই দেহমধ্যে পুন্য পাপ পবি
শূন্য দেবতা অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥১০॥ ইড়া তু জাহ্নবী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী । ইড়া পিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে
সুষুম্না চ সরস্বতী ॥১১॥ দেহমধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নামে তিনটী প্রধানা নাড়ী আছেন।
২ ইড়া গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা এবং ইড়া পিঙ্গলার মধ্যে বর্ত্তিনী সুষুম্না সরস্বতী নদী নামে খ্যাতি
আছে ॥১১॥ ত্রিবেণীসঙ্গমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে । তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥১২॥ দেহের মধ্যস্থলে যেস্থানে উল্লিখিত নাড়ীত্রয় সংমিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকে
গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী সঙ্গম ত্রিবেণী বলিয়া থাকে । এই ত্রিবেণী সর্ব্বপ্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত
[illegible] ॥ দেহরূপাচ ॥ কাশী

উমা পৃচ্ছতি হেদেব পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডলক্ষণম্ । পঞ্চভূতকথং দেবগুনাঃ কেপঞ্চবিংশতিঃ ॥১৯॥
উমা জিজ্ঞাসাকরিলেন, হেদেব পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডলক্ষণ কীর্ত্তন করুন । পঞ্চভূত কীদৃশ এবং পঞ্চবিংশতি
গুনইবা কিরূপ, তাহাশুনিতেইচ্ছাকরি ॥১৯॥ অস্থি মাংসং নখশ্চৈব নাড়ীলোমানি চ পঞ্চমম্ । পৃথি
পঞ্চগুনাঃ প্রোক্তাব্রহ্মজ্ঞানেনতাযতে ॥২০॥ ঈশ্বরকহিলেন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আ
কাশ ইত্যাদিকেই পঞ্চভূতকহে । অস্থি, মাংস, ন খ, ত্বক ও রোম ক্ষিতির এই পাচটী গুন জানিবে:
॥২০॥ শুক্রশোনিতমজ্জা চ মলমূত্রঞ্চ পঞ্চমম্ অপাং পঞ্চগুনাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেনতাযতে ॥২১
শুক্র, শোনিত, মজ্জা, মল এবং মূত্র এইকয়েকটী জলেরগুন বলিয়াঅভিহিত ॥২১॥ নিদ্রা ক্ষুধা তৃষা চৈব
ক্লান্তিরালস্যঃ পঞ্চমম্ । তেজঃ পঞ্চগুনাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেনতাযতে ॥২২॥ নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, আলস্য
এইকয়েকটী তেজেরগুন বলিয়া শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হয় ॥২২॥ ধাবনং চালনং ক্ষেপং সঙ্কোচং প্রসরস্তথা ।

ক্ষাকর্হে ॥ ১৫ ॥ দেব্যুবাচ ॥ দেবদেব জগন্নাথ ক্রুড়িমেশ্বরমেশ্বর । দর্শনানি কথং দেব
ভবন্তি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬ ॥ পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব দেব ! হে জগন্নাথ ! হে পর
মেশ্বর ! দর্শনশাস্ত্র ভিন্ন, ভিন্ন কিরূপ তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ১৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ ॥ শ্রী দত্তাত্রেয়
৩ ভুক্তো বেদান্তাসক্তঃ সদা । প্রকৃতিবাদর তাঃ শাক্তা বৌদ্ধাঃ শূন্যাতিবাদিনঃ ॥ ১৭ ॥
ঈশ্বর কহিলেন, যাহারা শ্রীদত্তী তাহারাও সব ভুক্ত এবং প্রতি নিযুক্ত বেদান্তে নিরত
থাকে ! যাহারা শক্তি উপাসক, প্রকৃতি তাহা দিগের একমাত্র দেবতা ! বৌদ্ধমতাবলম্বীগ
ন শূন্যবাদী ॥ ১৭ ॥ মত্তোর্দ্ধং সামিনো যে বা তত্ত্বজ্ঞা অপিতাদৃশাঃ । সর্ব্বং নাস্তীতি চার্ব্বা
কা জল্পন্তি বিষয়াশ্রিতাঃ ॥ ১৮ ॥ যাহারা উল্লিখিত মতের ঊর্দ্ধগামী, তাহাদিগকেই প্রকৃত তত্ত্ব
বলা যায় । বৈষয়িক মতাশ্রয়ী চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা ঈশ্বর স্বীকার করেনা ॥ ১৮ ॥

হইতেই সৃষ্টি সম্পাদিত হইয়া থাকে, আত্মতত্ত্ব হইতেই তত্ত্ব বিলিন হয় । যেতত্ত্বপঞ্চতত্ত্বেৰ পৰ, তিনিই তত্ত্বেৰ অ
তীত, নিৰঞ্জন জানিবে ॥২৭॥ স্পৰ্শনং ৰসনং চৈব ঘ্ৰানং চক্ষুশ্চ শ্ৰবনম । পঞ্চেন্দ্ৰিয়মিদং তত্ত্বং মনঃ সা
ধনমিন্দ্ৰিয়ম ॥২৮॥ স্পৰ্শ ৰসাস্বাদন, আঘ্ৰান, দৰ্শন ও আকৰ্নন এই পাচটীকেই ইন্দ্ৰিয়েৰ পঞ্চতত্ত্ব কহে ।
মন যাবতীয় ইন্দ্ৰিয়েৰ কাৰন স্বৰূপ ॥২৮॥ ব্ৰহ্মা গুলস্কন্ধং সৰ্ব্বং দেহমধ্যে ব্যবস্থিতম । সাকা
ৰশ্চ বিনশ্যন্তি নিৰাকাৰো ন নশ্যতি ॥২৯॥ দে হমধ্যে অখিল ব্ৰহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে । তন্মধ্যে
সাকাৰেৰ বিনাশ হয়, কিন্তু নিৰাকাৰ অবিনশ্বৰ ॥২৯॥ নিৰাকাৰং মনোযস্য নিৰাকাৰো সমো
ভবেৎ । তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্ৰযত্নেন সাকাৰাশ্ৰু পৰিত্যজেৎ ॥৩০॥ যেব্যক্তিৰ মন নিৰাকাৰ, সদৃশ হইয়া থাকে
সতাৰা: সযত্নে সাকাৰ বিসৰ্জন কৰিবে ॥৩০॥ দেব্যুবাচ ॥ আদিনাথ মমপি ব্ৰুহি, সগুণাত্ত: কথং
ভবেৎ । আত্মাচৈবান্তৰাত্মা চপৰমাত্মা কথং ভবেৎ ॥৩১॥ পাৰ্ব্বতী জিজ্ঞাসা কাৰলেন, হে আদিনাথ ।

বায়োঃ পঞ্চগুনাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন তাষতে ॥২৩॥ ধাবন, চালন, ক্ষেপন, সঙ্কোচন ও প্রসারন এই
কয়েকটী বায়ুর গুন বলিয়া পরিগনিত ॥২৩॥ কামং ক্রোধং তথা মোহং লজ্জা লোভশ্চ পঞ্চমম্। তেজঃ পঞ্চ
৪ গুনাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন তাষতে ॥২৪॥ কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই কয়েকটী শুভ্রোব গুন বলি
য়া কীর্ত্তিত আছে ॥২৪॥ আকাশজায়তে বায়ু বর্হ্নিবায়োঃ প্রজাতেবরী। বহ্নেঃ প্রজাতে তোয়ং
তোয়াৎ সম্প্রজাতে মহী ॥২৫॥ বায়ু আকাশ হইতে, বহ্নি বায়ু হইতে, জল বহ্নি হইতে, এবং পৃথিবী জল
হইতে সমুৎপন্ন ॥২৫॥ মহী বিলিয়তে তোয়ে তো য়ং বিলীয়তে বহ্নৌ। বহ্নি বিলীয়তে বায়ৌ বায়ু
বিলীয়তে ভুমে ॥২৬॥ জলে ক্ষিতি; বহ্নিতে জল, বায়ুতে বহ্নি, এবং আকাশে বায়ু লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২৬॥
পঞ্চতত্ত্বাদ্‌ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বং তত্ত্বং বিলীয়তে। পঞ্চতত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম্ ॥২৭॥ পঞ্চতত্ত্ব

যউৎপেতিহয় এবং কিরূপেই বাক্যেরলয়হইয়া থাকে, বাক্যের নির্ণয়বাকিরূপ, হেমহেশ্বর এই সমস্ত
আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥৩৫॥ অব্যক্তাজ্জায়তে প্রানঃ প্রানাদুৎপদ্যতে মনঃ। মনসোৎপ
দ্যতে বাচা মনোবাচা বিলীয়তে ॥৩৬॥ ঈশ্বর কহিলেন ! প্রান অব্যক্ত হইতে জন্মে, মন প্রান হই
তে এবং বাক্য মন হইতে উৎপন্ন হয়, আর মন বাক্যদ্বারাই লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৩৬॥
দেব্যুবাচ ॥ কস্মিন স্থানে বসেৎ সূর্য্যঃ কস্মিন্ স্থানে বসেচ্চন্দ্রমা। কস্মিন্ স্থানে বসেদ্
বায়ুঃ কস্মিন্ স্থানে বসেন্মনঃ ॥৩৭॥ দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্য্য কোন স্থানে অব
স্থিতি করেন, ? চন্দ্রই বা কোথায় থাকেন এবং বায়ু ও মনই বা কোন স্থানে বসতি করেন ॥৩৭॥
ঈশ্বর উবাচ ॥ তালুমূলে স্থিত চন্দ্রো নাভিমূলে দিবাকর। সূর্য্যাগ্রে বসতে বায়ুশ্চন্দ্রাগ্রে বসতে ম
নঃ ॥৩৮॥ ঈশ্বর কহিলেন, চন্দ্র তালুমূলে এবং দিবাকর নাভিমূলে বসতি করেন। বায়ু সূর্য্যের

সপ্তধাতু কীদৃশ এবং আত্মা অন্তরাত্মা ও পরমাত্মাই বা কি তাহা কীর্ত্তন করুন ॥৩০॥ ঈশ্বর উবাচ ॥ শুক্রশো
নিতমজ্জা চ মেদো মাংসঞ্চ পঞ্চমম্ । অস্থি ত্বক্ চৈব সপ্তৈতে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ ॥৩১॥ ঈশ্বর কহিলে
৫ ন, শুক্র, শোনিত, মজ্জা, মেদ, মাংস অস্থি, ও চর্ম্ম ইহাকেই সপ্তধাতু কহে, এই সপ্ত বিধ ধাতু দেহমধ্যে অবস্থি
৫ ত রহিয়াছে ॥৩২॥ শরীরঞ্চৈবমাত্মানমন্তরা ত্মা মনোচ্যতে । পরমাত্মা ভবেচ্ছূন্যং মনোযত্র
বিলিয়তে ॥৩৩॥ দেহকে আত্মা বলা যায় এবং মনকে অন্তরাত্মা ও শূন্যময়কে পরমাত্মা কহে;
ঐ শূন্যময় পরমাত্মাতেই মন বিলিন হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ রক্তধাতুর্ভবেন্মাতা শুক্রধাতুর্ভবেৎপিতা
শূন্যধাতুর্ভবেৎপ্রাণো গর্ভপিণ্ডপ্রজায়তে ॥৩৪॥ রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা, এবং শূন্যধাতু প্রাণস্বরূপ
ইহাদিগের সংযোগেই গর্ভপিণ্ডর উৎপত্তি হয় ॥৩৪॥ দেব্যুবাচ ॥ কথমূর্দ্ধং পঠতে বাচা কথং বাচা বিলিয়
তে । বাকস্য নির্ণয়ং ব্রূহি শম্ভো জ্ঞানসুধাকর ॥৩৫॥ পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, কিপ্রকারে বাক্যে

কারন দ্বারাই অবোধ হৈতেছি হয় ॥ ৪২ ॥ দেব্যুবাচ ॥ আহারং কুরুতে কোহসৌ ভুঙ্ক্তে পিবতে কথ
ম । জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তৌ চ বায়ুশ্চ প্রতিবুধ্যতে ॥ ৪৩ ॥ ঈশ্বর কহিলেন, প্রাণ আহার অভিলাষ করে;
হুতাশন ভোজন করে এবং বায়ুই জাগ্রতাদি ত্রিবিধ অবস্থাতে প্রবুদ্ধ থাকে ॥ ৪৩ ॥ কোবা করোতি কর্ম্মাণি
কোবা লিপ্যেত পাতকৈঃ । কোবা করোতি পাপানি কোবা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৪ ॥ দেবী জিজ্ঞা
সা করিলেন, কে কর্ম্মানুষ্ঠান করে ? কে পাতকে লিপ্ত হয় ? কে পাপের অনুষ্ঠান করে এবং
কেই বা পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ ॥ মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যতে
পাতকৈঃ । মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুণ্যৈর্ন চ পাতকৈঃ ॥ ৪৫ ॥ ঈশ্বর কহিলেন, মন পাপের পরিলিপ্ত হয়
আর মনই তন্মনা হইয়া পুণ্য পাপে পরিলিপ্ত না হইয়া মুক্তি লাভ করে ॥ ৪৫ ॥ দেব্যুবাচ ॥ জীবঃ কেন প্রকা
রে শিবো ভবতি কুত্র চ । কার্য্যং হি কারণং [illegible] [illegible] কিঞ্চ প্রমাদনম্ ॥ ৪৬ ॥ দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন;

অবোতানে, এবং মন চন্দ্রের অবোতানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥৩৮॥ সর্য্যাগ্রে বসেত্ত চিত্তং চন্দ্রা
গ্রে জীবিতং প্রিয়ে । এতদ্যুক্তং মহাদেবী গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥৩৯॥ চিত্তসূর্য্যের অগ্রে এবং প্রাণ
চন্দ্রের অগ্রে অবস্থিতি করেন । হে দেবী ! গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক এই সমস্ত যুক্তি প
৬ রিজ্ঞাত হইবে ॥৩৯॥ দেব্যুবাচ ॥ কস্মিন স্থানে বসেচ্ছক্তিঃ কস্মিন স্থানে বসেজ্জীবঃ
কস্মিন্ স্থানে বসেৎ কালো জরা কেন প্রজায়তে ॥ ৪০॥ দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, শক্তি কোন
স্থানে অবস্থিতি করেন ? শিবই বা কোন স্থানে অবস্থিত ? এবং কালই বা কোন স্থানে বসতি
করেন ? আর কাহার দ্বারাই বা জরার উৎপত্তি হয়, এই সকল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥৪০॥
ঈশ্বর উবাচ ॥ পাতালে বসতে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে বসতে শীবঃ । অন্তরীক্ষে বসেৎ কালো জরা তেন প্রজায়
তে ॥৪১॥ ঈশ্বর কহিলেন, শক্তি পাতালে শীব ব্রহ্মাণ্ডে এবং কাল শূন্যে অবস্থিত আছেন ।

বিপ্রো বেদপারগঃ ॥ ১৫০ ॥ বেদজ্ঞকে বেদ বলেন। নিত্য ব্রহ্মই বেদস্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞানে নিরত ব্যক্তিকেই ব্রাহ্ম
ণ ও বেদপারদর্শী বলা যায় ॥ ১৫০ ॥ মথিত্বা চতুরো বেদান সর্ব্বশাস্ত্রানি চৈবহি। সাবস্তোস্যৈষতিঃ
পীতং তক্রঃ পিবন্তি পণ্ডিতা ॥ ১৫১ ॥ চতুর্ব্বেদ ও যাবতীয় শাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক যোগীজনেরা সারতত্ত্ব
পান করিয়াছেন। তৎপরে পণ্ডিতগন শ্রম। এ অংশমাত্র প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১৫২ ॥ উচ্ছিষ্টং
সর্ব্বশাস্ত্রানি সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে। নো চ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞান মব্যক্তং চেতনাময়ং
॥ ১৫৩ ॥ নিখিল শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়াছে এবং অখিল বিদ্যাই মুখে মুখে অবশিষ্টি করিতেছে; কিন্তু যি
নি ব্যক্তের অতীত ও চৈতন্যময় সেই ব্রহ্মের জ্ঞান কোনকালেই উচ্ছিষ্ট নহে ॥ ১৫৪ ॥ ন তপস্তপ
ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং। উর্দ্ধরেতা ভবেদ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ ॥ ১৫৫ ॥ তপস্তেতপস

হে দেব ! কিরূপে জীব শিবাত্মক ? আর কোন কার্য্যের কারণ এবং কিপ্রকারে প্রমাদন হয়, তাহা কীর্ত্তন
করুন ॥ ৪৬ ॥ শিব উবাচ ॥ ধৃতিবদ্ধো ভবেজ্জীবো ধৃতিমুক্তঃ সদাশিবঃ । কার্য্যং হি কারণং ত্বঞ্চ পুন
রেবাধো বিধিয়তে ॥ ৪৭ ॥ ঈশ্বর কহিলেন, জীব ধৃতিবদ্ধ হইয়া জীবরূপেই অবস্থিতি করে, সেই ভ্রম দূরীভূ
৭ ত হইলেই জীব শিবতুল্য হয় । তুমিই কার্য্য এবং তুমিই কারণ ! কার্য্যকারণের জ্ঞানেই বিশিষ্ট জানি
বে ॥ ৪৭ ॥ মনোহংসায় শিবোহংসায় শক্তির্বা এ মারুতঃ । ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ
॥ ৪৮ ॥ আত্মতীর্থং নজানন্তি কথং মোক্ষো ব রাননে ॥ ৪৯ ॥ মন একস্থানে, শিব একস্থানে
শক্তি একস্থানে, এবং পবন অন্যস্থানে অবস্থিতি করে; তথাপি অজ্ঞানান্ধ জীব "এই তীর্থ এই তীর্থ" এই প্রকা
র ভ্রমে আবদ্ধ হইয়া পরিভ্রমন করিতেছে । যখন জীব আত্মা তীর্থ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে তখন কি
প্রকারে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ নবেদং বেদমিত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম । ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স

জ্ঞান নজায়তে। ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণবিবর্জ্জিতঃ॥ ৫৫॥ যাবৎজ্ঞানসঞ্চারনাহয়
তাবৎ বিপ্রাদিবর্ণভেদ ও কুলভেদ থাকে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে তৎসমস্তই দূরীভূত হয়॥ ৫৬॥
দেব্যুবাচ॥ ময়্যাকথিতং জ্ঞানং নাহং জানামি শঙ্কর। নিশ্চয়ং ব্রূহি দেবেশ মনো যত্র বিলীয়তে॥
৫৭॥ দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন হে শঙ্কর! আপনী যে জ্ঞানের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন তাহা
সম্যক বুঝিতে পারিলাম না। যে জ্ঞানে মন বিলীন হয়, তাহাই কীর্ত্তন করুন॥ ৫৮॥ শঙ্করউবাচ
মনোবাক্যং তথা কর্ম্ম তৃতীয়ং যত্র বিলীয়তে। বিনাধ্যানং যথা ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে॥ ৫৯॥ শঙ্কর কহি
লেন, যে জ্ঞানে মন, বাক্য ও কর্ম্ম এই ত্রিতয় লয়প্রাপ্ত হয়, এবং স্বপ্ন ব্যতীত নিদ্রার ন্যায় বিনা অবলম্ব
নে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান কহে॥ ৬০॥ একাকী নিস্পৃহঃ শান্তশ্চিন্তাবিবর্জ্জিতঃ। বাল

লেনা, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানই তপস্যা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত যেমানব ঊর্দ্ধরেতা তিনি দেবতা সদৃশ ।।৫৩।
নধ্যানং ধ্যানমিত্যাহু ধ্যানং শূন্যগতং মনঃ । তস্যধ্যানপ্রসাদেন সৌখ্যং মোক্ষং নসংশয় ।।
৫৪।। ধ্যানকে ধ্যান বলেনা; শূন্যগত মনকেই ধ্যান বলা যায় । সেই ধ্যানের প্রীতীদ্বারাই সুখও
৮ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।।৫৪।। নহো মং হোমমিত্যাহুঃ সমাধৌ তত্ত্বহূয়তে । ব্রহ্মা
গ্নৌ হূয়তে প্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে ।। ৫৫।। হোমকে হোম বলেনা, ব্রহ্মরূপ হুতাশনে যেপ্রা
নধ্যাতব্য আহুতি তাহাকেই প্রকৃত হোম বলা যায় ।। ৫৫।। পাপকর্ম্মেতি বিদুন্যং শূন্যক্ষেত্রং প্রবর্ত্ততে । তস্মাৎ
সর্ব্বপ্রযত্নেন তদ্দ্রব্যঞ্চ ত্যজেদ্বুধঃ ।।৫৬।। ভাবীপাপকর্ম্ম অবশ্যই ঘটিবে, অন্যও প্রবর্ত্তিত হইতেছে
এইকারনেই বুধগন পাপকর দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ।।৫৬।। যাবৎকর্ণং কুলং সর্ব্বং তাব

এবং শিবই বা কাহাকে বলে ? ইহা মন্ত্রপ্রকাশ পূর্ব্বক তৎপরে ঐ বিষয় প্রকাশ করুন ॥৬৩॥
ঈশ্বর উবাচ ॥ চলচ্চিত্তে বসেচ্ছক্তিঃ স্থিরচিত্তে বসেচ্ছিবঃ । স্থিরচিত্তো ভবেদ্দেবী সদেহস্থোঽপি
সিধ্যতি ॥৬৪॥ ঈশ্বর কহিলেন, হে শঙ্করী ! শক্তি চঞ্চল হৃদয়ে এবং শিব স্থিরচিত্তে অবস্থি
তি করেন, ! সেই জীবের হৃদয় স্থির, সে শরীর বিশিষ্ট হইলেও সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥৬৪॥
দেব্যুবাচ ॥ কস্মিন স্থানে ত্রিধা শক্তি ষট্ চক্রঞ্চ তথৈব চ । একবিংশতি ব্রহ্মাণ্ডং
সপ্তপাতালমেব চ ॥৬৫॥ দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিবিধ শক্তি কোন্ কোন স্থানে বাস
করেন, এবং ষট্চক্র একবিংশ ব্রহ্মাণ্ড ও সপ্ত পাতালই বা কি ! তাহা কীর্ত্তন করুন ॥৬৫॥
ঈশ্বর উবাচ ॥ ঊর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃশক্তির্ভবেদ্গুদঃ । মধ্যে শক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যাতীতং নি
রঞ্জনং ॥৬৬॥ ঈশ্বর কহিলেন, কণ্ঠ ঊর্দ্ধশক্তি গুহ্য অধঃশক্তি এবং নাভি মধ্যশক্তি এই ত্রিবিধ শ

তাবন্তস্যাতাবোব্রহ্মজ্ঞানংতদুচ্যতে ॥৬০॥ যেজ্ঞানদ্বারা একাকী নিস্পৃহ, শান্ত নিশ্চিন্ত, নিদ্রাবর্জ্জিতও
বালাভাবাপন্ন হওয়াযায় তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান কহে ॥৬০॥ শ্লোকার্দ্ধন্তু প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
সর্ব্বচিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগউচ্যতে ॥৬১॥ তত্ত্বদর্শী মহাত্মারা যে বিষয় বর্ননা করিয়াছেন
আমি অর্দ্ধশ্লোকে তাহাই কীর্ত্তন করিব । অখিল চিন্তা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হওয়াকেই যো
৭ গ কহে ॥৬১॥ নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা সমাধি মধিগচ্ছতি । শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষ
ণাদেব নশ্যতি ॥৬২॥ যে ব্যক্তি এক নিমেষ অথবা অর্দ্ধ নিমেষ সমাধিপ্রাপ্ত হন, তাহার শতজন্মার্জ্জি
ত পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥৬২॥ দেব্যুবাচ ॥ কস্যনামা ভবেচ্ছক্তিঃ কস্যনামা ভবেচ্ছিবঃ । এতন্মেব্রূহি
তাদেব পশ্চাজ্জ্ঞানং প্রকাশয় ॥৬৩॥ দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শঙ্কর ! কাহার নাম শক্তি

ব্যানঃ সর্ব্বগতো দেহে সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতঃ । নাগ উর্দ্ধগতো বায়ুঃ কূর্ম্মস্তীর্থানি সংস্থিতঃ ॥৭১
কৃকরঃ ক্ষোভিতশ্চৈব দেবদত্তোঽপি জৃম্ভনে । ধনঞ্জয়ো নাদঘোষে নিবিশেচ্চৈব শাম্যতি ॥৭২॥
ঈশ্বর কহিলেন, প্রান হৃদয়ে, অপান গুহ্যে, সমান নাভিতে, উদান কণ্ঠে, এবং ব্যান নামা বায়ু সর্ব্বশরী
রে অবস্থিত আছে । নাগ নামা বায়ু উর্দ্ধগত, কূর্ম্ম নামা বায়ু তীর্থাশ্রিত, কৃকর নামক বায়ু
ক্ষোভনস্থ এবং দেবদত্ত বায়ু জৃম্ভনস্থ; আর ধনঞ্জয় নামক বায়ু নাদঘোষে প্রবিষ্ট হইয়া শান্ত হইয়া
থাকে ॥৭০॥৭১-৭২॥ অথ বায়ুনিরোধাম্বা যোগীনাং যোগসম্মতঃ । নবদ্বারস্তু প্রত্যক্ষঃ দশমঃ
মন উচ্যতে ॥৭৩॥ এই দশবিধ বায়ু নিরোধস্থ এবং যোনিবর্ণের যোগের বিষয়ে উপযুক্ত । আর দশবিধি, তন্ম
ধ্যে নবদ্বার সকলেই জানে, মনকে দশম দ্বার কহে ॥৭৩॥ দেব্যুবাচ ॥ নাড়ীভেদস্তু মেঢ্রাহি সর্ব্বনাড়ে
ষু সংস্থিতম । শক্তিঃ কুণ্ডলিনী চৈব প্রধানা দশনাড়িকাঃ ॥৭৪॥ দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব !

ক্তির অতীতই নিরঞ্জন ব্রহ্ম জানিবে ॥৬৬॥ আধারং গুহ্যচক্রঞ্চ স্বাধিষ্ঠানঞ্চ লিঙ্গকং। চক্রোত্তমং
নবাম্ভোজং চক্রাতীতং নমোনমঃ ॥৬৭॥ গুহ্যচক্র আধার ও লিঙ্গচক্র স্বাধিষ্ঠান বলিয়া কীর্তিত। হে দেবী
। এই তোমার নীকট চক্রভেদ কীর্তন করিলাম। চক্রে অতীত যিনি তাহাকে প্রনাম করি ॥৬৭॥ কাম্যোর্দ্ধ
১০ স্বর্গলোকঃ অধঃ পাতালমেবচ। ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখং বৃক্ষাকারং কলেবরং ॥৬৮॥ শরীরে
ঊর্দ্ধভাগকে স্বর্গলোক এবং অধোভাগকে পাতাল কহে। ঊর্দ্ধভাগ মূল ও নিম্নভাগ শাখা স্বরূপ।
এইপ্রকারে জীবশরীর বৃক্ষরূপে অভিহিত হইয়াথাকে ॥৬৮॥ দেব্যুবাচ ॥ শিব শঙ্কর ঈশানক্রহিমেপ
রমেশ্বর। দশবায়ুং কথং দেব দশদ্বারাণি চৈবহি ॥৬৯॥ দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! হে শিব!
হে শঙ্কর! হে ঈশান! দশবিধ বায়ু দেহমধ্যে কিপ্রকারে বিদ্যমান আছে, দশদ্বারা বাই বা কি, তাহা কীর্ত্তি
ন করুন ॥৬৯॥ হৃদি প্রানঃ স্থিতিবায়ুরপানো গুদসংস্থিতঃ। সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমাশ্রিত ৭০

সর্ব্বসমেত দেহমধ্যে দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ী বিদ্যমান আছে ॥ ৭৭ ॥ এতা যো বিন্দতে যোগী স যোগী যোগল
ক্ষনঃ । জ্ঞাননাড়ীতিবেন্দ্ববী যোগীনাং সিদ্ধিদায়িনি ॥ ৭৮ ॥ যে যোগী এই সমস্ত নাড়ীর বিষয় পরিজ্ঞাত
আছে, তিনি যথার্থ যোগবেত্তা এই সমস্ত নাড়ীর মধ্যে জ্ঞাননাড়ী যোগীগনের সিদ্ধি বিধান করে ॥ ৭৮ ॥
দেব্যুবাচ ॥ ভূতনাথ মহাদেব ত্রাহি মে পরমেশ্বর । ত্রয়ো দেবাঃ কথং দেব ত্রয়োভাবাস্ত্রয়ো গুনাঃ ॥ ৭৯
দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভূতনাথ ! হে মহাদেব ! হে পরমেশ্বর ! তিন দেবতা কিরূপ ? এবং তাহাদিগে
র তিনিপ্রকার ভাব ও ত্রিবিধগুন হইবা কি তাহা কীর্ত্তন করুন ॥ ৭৯ ॥ রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা ভাবস্থিতো
হরিঃ । ক্রোধভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োগুনাঃ ॥ ৮০ ॥ ঈশ্বর কহিলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তি
নি দেবতা ; তন্মধ্যে ব্রহ্মা রজোভাবে, বিষ্ণু সত্ত্বভাবে, এবং রুদ্র ক্রোধভাবে অবস্থিত । সত্ত্ব রজ, ও ক্রোধ এই

জীবশরীরে যে সকল নাড়ি অবস্থিত আছে, তাহা কীর্ত্তন করুন । আর কুণ্ডলিনী ও তাহা হইতে যে দশটী নাড়ি
বহির্গত হইয়াছে তাহাও কীর্ত্তন করুন ॥৭৪॥ ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চোর্দ্ধগামিনী । গান্ধারী হস্তিজিহ্বা
চ প্রসরা গমনায়ুতা ॥৭৫॥ অলম্বোষা যশা চৈব দক্ষিনাঙ্গে চ সংস্থিতাঃ । কুহুশ্চ শঙ্খিনী চৈব বামাঙ্গে
৩১ চ ব্যবস্থিতাঃ ॥৭৬॥ ঈশ্বর কহিলেন, শরীরমধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে যে তিনটি প্রধান নাড়ি
আছে, তাহারা ঊর্দ্ধগামিনী গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা ও প্রসরা এই তিনি নাড়ি গমনদ্বারা সর্ব্বদেহ পরি
ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে; অলম্বুষা ও যশা নামে দুইটী নাড়ি দক্ষ অঙ্গে এবং কুহূ ও শঙ্খিনী নামক
নাড়ীদ্বয় বামাঙ্গে অবস্থিতি করিতেছে ॥৭৫॥৭৬॥ এতাস্থ দশনাড়ীষু নানানাড়ী প্রসূতিকা । দ্বিসপ্ত
তি সহস্রাণি শরীরে নাড়ীকাঃ স্মৃতাঃ ॥৭৭॥ এই দশবিধ নাড়ী হইতে বহুসংখ্যক নাড়ী বহির্গত হইয়াছে ।

অহং সৃষ্টিরহং কালোহপ্যহং ব্রহ্মাপ্যহং হরিঃ। অহং রুদ্রোহপ্যহং শূন্যময়ঃ ব্যাপী নিরঞ্জনঃ
৮৫॥ হে শঙ্করী ! আমিই সৃষ্টি আমিই কাল, আমি ব্রহ্মা আমি হরি আমি রুদ্র আমি শূন্য আমি
সর্ব্বব্যাপী এবং আমিই একমাত্র নিরঞ্জন ॥৮৫॥ অহং সর্ব্বাত্মকো দেবী নিষ্কামো গগনোপমঃ।
স্বভাব নির্ম্মলঃ স্বচ্ছঃ সএবাহং ন সংশয়ঃ ॥৮৬॥ হে দেবী ! আমি সর্ব্বাত্মক আমি নিষ্কাম এবং
গনমাত্রে উপমাস্থল আমি স্বভাব নির্ম্মল মনঃ স্বচ্ছ পরব্রহ্ম ইহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই ॥৮৬॥
জিতেন্দ্রিয়োতবেচ্ছূরো ব্রহ্মচারি সুপণ্ডিতঃ। সত্য বাদিতবেদুক্তো দাতা ধীরহিতে রতঃ ॥ ৮৭॥ যে
ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, শূর ব্রহ্মচারি, পণ্ডিত, সত্যবাদি দানশীল, ও ধীর ব্যক্তির হিতসাধনে নিরত তাহাকে
ই যথার্থতত্ত্বকহে ॥৮৭॥ ব্রহ্মচর্য্যং তপোমূলং ধর্ম্মমূলা দয়াস্মৃতা। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দয়াধর্ম্মং সমা

তিনটেই ইহাদের ত্রিবিধগুন ॥৮০॥ একমূর্ত্তিত্রয়োদেবাঃ ব্রহ্মাবিষ্ণুমাহেশ্বরাঃ নানাভাবং মনোযস্য তস্য
মুক্তির্নজায়তে ॥৮১॥ কিব্রহ্মা কিবিষ্ণু, কিরুদ্র এই তিনি দেবই একমূর্ত্তি জানিবে এ বিষয়ে যেব্যক্তি বিভিন্নবো
ধকরে, তাহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনানাই ॥৮১॥ বির্য্যরূপী ভবেদ্ব্রহ্মা বায়ুরূপী স্থিতো হরিঃ। মনোরূপস্থি
১২ তো রুদ্রস্ত্রয়োদেবাস্ত্রয়োগুনাঃ ॥৮২॥ দয়াভাবস্থিতো ব্রহ্মা শুদ্ধভাবস্থিতো হরিঃ। অগ্নিভাবস্থিতো রুদ্র
স্ত্রয়োদেবাস্ত্রয়োগুনাঃ ॥৮৩॥ বীর্য্যরূপে ব্রহ্মা বায়ুরূপে বিষ্ণু এবং মনোরূপে রুদ্র অবস্থিত। হে
দেবী! এই তোমার নীকট তিন দেবতা ও তাহাদি গের তিনপ্রকার গুন কীর্ত্তন করিলাম। ব্রহ্মা
দয়াভাবে, বিষ্ণু শুদ্ধভাবে এবং রুদ্র বহ্নিভাবে অবস্থিত ॥৮২॥৮৩॥ একং ভূতং পরং ব্রহ্ম জগদেত চসর্ব্বচরা
চরং নানাভাবং মনোযস্য তস্য মুক্তির্নজায়তে ॥৮৪॥ এই চরাচর অখিল ব্রহ্মাণ্ড এক ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন
হইয়াছে। যেজীবের অন্তরে এবিষয়ে নানাভাবের উদয় হয় তাহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই ॥৮৪॥

রএকাংশ প্রদান করেন সম্ভবনা নাই ॥ ৯১ ॥ নমিত্রং নচপুত্রাশ্চ নপিতা নচবান্ধবাঃ । নস্বামী চ গুরুস্তুল্যঃ
যদ্দৃষ্টং পরমং পদং ॥ ৯২ ॥ যাহারপ্রসাদে পরমপদ দর্শন হয় সেই গুরুদেবের তুল্য মিত্র কেহই নাই
কিপুত্র, কিপিতা, কিবান্ধব কিপতি কেহই তাহার সদৃশ নহে ॥ ৯২ ॥ নচবিদ্যা গুরুস্তুল্যং নতীর্থং নচদেব
তাঃ । গুরুস্তুল্যং নবৈকোঽপি যদ্দৃষ্টং পরমপদং ॥ ৯৩ ॥ যাহারপ্রসাদে পরমপদ লাভ হয়, কিবিদ্যা
কিতীর্থ কিদেব কেহই সেই গুরুদেবের সদৃশ নহেন ॥ ৯৩ ॥ একমপ্যক্ষরং যস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদ
য়েৎ । পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্বা চানৃণী ভবেৎ ॥ ৯৪ ॥ যিনি শিষ্যকে একাক্ষর মন্ত্র অর্প
ন করেন, ধরাতলে এমন কি আছে, যাহা প্রদান পূর্বক সেই গুরুদেবের নিকট ঋণমুক্ত হইয়া যায় ॥
৯৪ ॥ যস্য কস্য নদাতব্যং ব্রহ্মজ্ঞানং সুলোপিতং । যস্য কস্যাপি তত্ত্বস্য সদ্গুরুস্তস্য দীয়তে ॥ ৯৫ ॥
এই ব্রহ্মজ্ঞান অতিবগোপনীয়, ইহা সাধারণকে অর্পণ করা সমুচিত নহে, যিনি সদ্গুরু তিনি একমাত্র

শ্রয়েৎ ॥৮৮॥ ব্রহ্মচর্য্যই, উপস্যার আদি এবং দয়াই ধর্ম্মের মূল, অতএব সযত্নে দয়া ও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহন
করিবে ॥৮৮॥ দেব্যুবাচ ॥ যোগেশ্বর জগন্নাথ উমায়াঃ প্রানবল্লভ । বেদসন্ধ্যাতপোধ্যানং হোমকর্ম্মঃ
কুলং কথং ॥৮৯॥ দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যোগেশ্বর ! হে জগন্নাথ ! হে প্রানবল্লভ ! বেদ, সন্ধ্যা,
১৩ তপস্যা ধ্যান, হোম, কর্ম্ম ও কুল কিপ্রকার, তাহা কীর্ত্তন করুন ॥৮৯॥ ঈশ্বরউবাচ ॥ অশ্বমে
ধসহস্রানি বাজপেয়শতানি চ । ব্রহ্মজ্ঞানঃ সমঃ পুন্যং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম ॥৯০॥
ঈশ্বর কহিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে যাদৃশ ফল লাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের
~~অনুষ্ঠানং~~ অনুষ্ঠান করিলেও তাহার ষোড়শাংশের একাংশ সম পুন্য সঞ্চয় হইতে পারেনা ॥৯০॥ সর্ব্বদা
সর্ব্বতীর্থেষু তৎফলং লভতে শুচিঃ । ব্রহ্মজ্ঞানঃ সমঃ পুন্যং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম ॥৯১॥ ব্রহ্মজ্ঞান
সঞ্চার হইলে যেরূপ পুন্য সঞ্চয় হয়, সর্ব্বদা সর্ব্বতীর্থে বিশুদ্ধভাবে গমন করিলেও তাহার ষোড়শাংশে

ঈশ্বর হইতেই প্রকৃতি বর্হিগত হইয়াছেন এবং সেই প্রকৃতিই মন্ত্রাদিতে নাদ্যের সংবদ্ধ ॥ নৈ নৈ ॥
সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী । অবিদ্যা মোহিনী যা সা শব্দরূপা মনস্বিনী ॥১০০॥
সেই মায়াই সৃষ্টিস্থিতি সংহারাত্মিকা শক্তি এবং অবিদ্যা মোহিনী শব্দরূপা মনস্বিনী বলিয়া অভিহি-
১০০ ॥ অকারশ্চৈব ঋগ্বেদ উকারো যজুরুচ্য- তে । মকার সামবেদস্তু ত্রিষু যুক্তোহপ্যথর্ব-
নঃ ॥১০১॥ অকার উকার মকার যথাক্র- মে ঋক্ ও যজু সামবেদ বলিয়া কীর্তিত; অর্থাৎ
অকার ঋগ্বেদ, উকার যজুর্ব্বেদ এবং মকার সামবেদ । এই তিনি একত্রীভূত হইয়া অথর্ব্ব
বেদ হইয়াছে ॥১০১॥ ওঁকারস্তু প্লুতো জ্ঞেয়স্ত্রীনাদ ইতি সংস্থিতঃ । অকারস্তু ভূর্লোক উকারস্তুব
উচ্যতে ॥১০২॥ সব্যঞ্জনমকারস্তু স্বর্লোকস্তু বিধীয়তে । অক্ষরোত্রিতি বেতেশ্চ ত্রবেদাত্মা বর
স্থিতঃ ॥১০৩॥ ওঁকারকে ত্রিনাদ কহে ইহা প্লুত স্বরসম্পন্ন । অকার ভূর্লোক, উকার ভুবর্লোক, এবং

ও তাঁ শিষ্যকেই প্রদান করিবেন ॥৫৫॥ মন্ত্রপূজাতপোধ্যানং হোমং জপ্যং বলিক্রিয়াং । সন্ন্যাসং স
র্বকর্ম্মাণি লৌকিকানি ত্যজেদ্বুধঃ ॥৫৬॥ কিমন্ত্র, কিঅর্চ্চনা, কিতপ, কিধ্যান, কিহোম, কিজপ, কিবলি
কার্য্যের অনুষ্ঠান, কিসন্ন্যাস, কিলৌকিক কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানিঃ বুধগন এ সমস্তই বিসর্জন দিয়া থাকেন ॥৫৬
সং সর্গাদ্বহবো দোষা নিঃসঙ্গাদ্বহবো গুনাঃ । তস্মা ৎ সর্বপ্রযত্নেন যতিঃ সঙ্গং পরিত্যজেৎ ॥৫৭
১৪ সঙ্গ বসতঃই বহু দোষের উৎপত্তি হয় এবং সঙ্গবিহীনতা ই গুনের মূলকারন, সুতরাং যতিব্যক্তি সর্বথা
পরসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন ॥৫৭॥ অকারঃ শান্তি কো জ্ঞেয় উকারো রাজসঃ স্মৃতঃ । মকারস্তা
মসঃ প্রোক্তস্ত্রিভিঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ॥৫৮॥ অকার সত্ত্বগুনময়, উকার রাজোগুনময় এবং রাজোগুনময় এবং মকা
র তমোগুনাত্মক এই গুনত্রয় দ্বারা প্রকৃতি কথিত হইল ॥৫৮॥ অক্ষরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তো অক্ষরঃ স্বয়মীশ্বরঃ ।
ঐশ্বর্য্যান্নিত্যা মা হি প্রকৃতিগুনবদ্ধনা ॥৫৯॥ অক্ষরই স্বয়ং প্রকৃতি এবং অক্ষর স্বয়ং ঈশ্বর জানিবে ।

মনশ্চ্যুতি ॥ ১০৬॥ যেব্যক্তি প্রতিদিন এই ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক গাথা অধ্যয়ন বা শ্রবন করেন তিনি
পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই ॥১০৭॥ দেব্যুবাচ ॥ স্থূলস্য লক্ষণং ব্রূহি
ক্রমং বিনিয়োগ ! পরমার্থস্য নির্ব্বাণং স্থূলস্য অথ ইস্য লক্ষণং ॥১০৮॥ দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন
হে মহেশ্বর ! স্থূলদেহের লক্ষণ শ্রবন করিতে অভিলাষ হইয়াছে, মন কিরূপে লয়প্রাপ্ত হয়,
এবং সূক্ষ্মশরীরের লক্ষণ যেপ্রকার নির্ব্বাণ, তাহা কীর্ত্তন করুন ॥১০৮॥ শিব উবাচ ।
যেন জ্ঞানেন হে দেবী বিদ্যতে ন চ কিল্বিষং । পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ ॥১০৯॥
স্থূলরূপী স্থিতো সূক্ষ্ম অস্মর্ক অন্যমাস্থিতঃ ॥১১০॥ শঙ্কর কহিলেন, হে শঙ্করী ! যেজ্ঞান দ্বারা
পাপ বিমুক্ত হয় তাহা বলিতেছি শ্রবন কর । ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে
দেহ উৎপন্ন হয়, উহাই স্থূলরূপে অবস্থিতি আছে এবং সূক্ষ্মাদের অন্যরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥১০৯॥১১০

মকার স্বর্লোক বলিয়া অভিহিত । এই অক্ষরত্রয় দ্বারা আত্মা ব্যবস্থিত হয় ॥১০২॥১০৩॥ অকার
পৃথিবী স্থেয়া পীতবর্ণেন সংযুতঃ । অন্তরিক্ষং উকারস্তু বিদ্যুদ্বর্ণ ইহোচ্যতে ॥১০৪॥ মকারস্ত্বরিতি
জ্ঞেয়ঃ শুক্লবর্ণেন সংযুতঃ । ত্রীবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং ব্যবস্থিতং ॥১০৫॥ অকার পৃথিবীস্বরূ
১৫ প ও ইহা পীতবর্ণ দ্বারা সংযুক্ত, উকার শুন্য উহা বিদ্যুৎ সমন্বিত এবং মকার স্বর্গ ইহা শুভ্রবর্ণ
মকারাক্ষর ওঁঙ্কারই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত সন্দেহ নাই ॥১০৪॥১০৫॥ স্থিরাসনো গতনিদ্রশ্চ
চিন্তানিদ্রা বিবর্জিতঃ আশুমাজায়তে যোগী মাস্তথা শিবতামিয়াৎ ॥১০৬॥ প্রতিদিন স্থি
রাসনে সমাসীন হইয়া চিন্তাশূন্য ও নিদ্রাবিহীন হইবে তাহা হইলে অচিরাৎ যোগসিদ্ধি হইয়া যাবে
শিব ইহা স্বয়ং ইহা বলিয়াছেন, ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে ॥১০৭॥ এই সংপুট [illegible]
পর্যন্ত নিত্যং শৃণোতি চ দিনে দিনে । সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শিবলোকং স [illegible] গচ্ছতি

আমিই সেই আত্মবোধ স্বরূপ কাশিক্ষেত্র ॥৩॥ কার্য্যং হি কাশ্যতে কাশী কাশী সর্ব্বং প্রকাশতে । সাকা
শী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশীকা ॥৪॥ কর্ম্ম দ্বারাই মানবগনের কাশী, অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশিত
হইয়া আমাকে, এবং সেই জ্ঞানই সকলকে প্রকাশীত করে, অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞান জন্মিলেই পরমাত্মা জ্ঞানের স
ঞ্চার হয় ॥৪॥ কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুব নজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা । ভক্তি শ্রদ্ধা গয়েয়ং
নিজগুরুচরণধ্যানযুক্তপ্রয়াগঃ । বিশ্বেশো হয়ং তুরীয়ং সকলজনমনঃ সাক্ষিভূতান্তরাত্মা
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥৫॥ পঞ্চভূতাত্মক দেহকেই বারানসী
ক্ষেত্র বলা যায়, জ্ঞানই ত্রিলোক ব্যাপিনী গঙ্গা বলিয়া কথিত এবং ভক্তি শ্রদ্ধাকেই গয়াতীর্থ কহে । গুরুর
চরণধ্যানযুক্ত যেস্থান অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনি নাড়ীর সঙ্গম রূপ মূলদেশ অর্থবা ব্রহ্মর
ন্ধ্রকেই প্রয়াগতীর্থ কহে । জীবাত্মা স্বরূপ চৈতন্যই বিশ্বেশ্বর । এইরূপ যখন আমার দেহ অভ্যন্তরে

ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রম সমাপ্ত ॥ সন ১২৮৮ তাং ২৯এ আগ্র শুক্রবার বেলা ৪ চারিদণ্ড সময়েতে সমাপ্ত

যতিপঞ্চক: সমাপ্ত ॥ মনোনিবৃত্তি: পরমোপশান্তিঃ। সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা বে। জ্ঞান

১৬ প্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা সা কাশিকাহং নিজবোধরূপ: ॥১॥ যাহাবাদ্বারা মনের নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ

মন বিষয়বাসনা হইতে প্রতি নিবৃত্ত হয় তাহাকে ইপরম শান্তি কহে, সেই শান্তিরূপিণী মণি

কর্ণিকা ও জ্ঞানপ্রবাহরূপ আদিগঙ্গা বিনিষ্ঠ যে বারাণসী ক্ষেত্র আমিই আত্মজ্ঞানস্বরূপ কাশী

॥১॥ যস্যামিদং কল্পিত মিন্দ্রজালং চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং। সচ্চিৎ সুখৈক: জগদাত্মরূপ: সা কা

শীকাহং নিজবোধরূপ: ॥২॥ যে কাশীক্ষেত্রে দেহরূপ গৃহে বিশ্বেশ্বরী দেবী অন্নময়াদি পঞ্চকোষে

বুদ্ধিস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতেছেন এবং সর্ব্ববিং সর্ব্বাত্মস্বরূপ মহাদেব যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন

নিখিল তীর্থই বিরাজিত রহিয়াছে, তখন অন্য তীর্থ গমন করিবার প্রয়োজন কি ? ॥৫॥ ইতি যতিপঞ্চ

কস্তোত্র সমাপ্ত — ৩০ ভাদ্র শনিবার সন ১৩২৫ — [illegible] ময়ব্রহ্ম ৫। [illegible] ৬। [illegible]

১। [illegible] ব্রহ্ম, ২। [illegible] ব্রহ্ম ৩। [illegible] শুদ্ধব্রহ্ম ৮। অগ্নিস্বরূপব্রহ্ম ৯। [illegible]

[illegible] শুদ্ধব্রহ্ম ৬। অর্দ্ধ [illegible] ব্রহ্ম, ৭। [illegible] এই দশ ব্রহ্ম নিরন্তর [illegible]

[illegible] ব্রহ্ম, ১০। পরমাত্মাপূর্ণব্রহ্ম

BANCHARAMS. 1925